জাহান্নাম সিরিজ-৯

النار আন্ নার পর্ব-৩

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ-৯ النار আন্ নার পর্ব-৩। আন্নার অর্থ হচ্ছে আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নাহল

১) কোন সন্দেহ নেই যে , তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ১৬ আন নাহল, আয়াতঃ ৬২

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ
الْحُسْنَىٰ ۚ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ﴿٦٢﴾

যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে; তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে মঙ্গল তাদেরই জন্যে; স্বতঃসিদ্ধ কথা যে , নিশ্চয়ই তাদের জন্যে আছে অগ্নি এবং তাদেরকেই সর্বাগ্রে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কাহাফ

২)আমি যালিমদের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি আগুন।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ২৯

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۙ
اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ
يَّسْتَغِيْثُوْا يُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ
وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

বলঃ সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত; সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক, ও যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করুক; আমি সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি অগ্নি, যার বেষ্টনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে; তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে দেয়া হবে গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয়, যা তাদের মুখমন্ডল বিদগ্ধ করবে, এটা নিকৃষ্ট পানীয় ও জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট আশ্রয়।

৩) অপরাধীরা আগুন দেখেই বুঝবে, তারা তাতে পড়তে যাচ্ছে।

সুরা ১৮ আল কাহাফ, আয়াতঃ ৫৩

وَ رَاَ الْمُجْرِمُوْنَ النَّارَ فَظَنُّوْۤا اَنَّهُمْ مُّوَاقِعُوْهَا وَ لَمْ يَجِدُوْا
عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿۵۳﴾

অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝবে যে তারা সেখানে পতিত হচ্ছে এবং তারা ওটা হতে কোন পরিত্রাণ স্থল পাবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আম্বিয়া

৪) হায়! কাফিররা যদি জানতো, সে সময়টি যখন আসবে তখন তারা তাদের সামনে ও পেছনে থেকে আসা আগুন প্রতিরোধ করতে পারবে না।

সুরা ২১ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৩৯

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا حِيْنَ لَا يَكُفُّوْنَ عَنْ وُّجُوْهِهِمُ النَّارَ وَلَا

عَنْ ظُهُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٣٩﴾

হায়! যদি কাফিররা সেই সময়ের কথা জানতো যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাৎ হতে অগ্নি প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং তাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

৫) যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ১৯

هٰذٰنِ خَصْمٰنِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ ۫ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِّعَتْ لَهُمْ

ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ ۭ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوْسِهِمُ الْحَمِيْمُ ﴿١٩﴾

এরা দুটি বিবাদমান পক্ষ। তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে; যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোষাক; তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুতন্ত পানি।

৬) তুমি বলঃ আমি কি এর চাইতেও মন্দ কিছুর সংবাদ তোমাদের দেবো? তা হ লো জাহান্নামের আগুন। এর ওয়াদাই আল্লাহ কাফিরদের দিয়েছেন।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৭২

وَ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الْمُنْكَرَ ؕ يَكَادُوْنَ يَسْطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ؕ قُلْ
اَفَاُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ اَلنَّارُ ؕ وَعَدَهَا اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ وَ
بِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۷۲﴾

এবং তাদের নিকট আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে তুমি কাফিরদের মুখমন্ডলে অসন্তোষের লক্ষণ দেখবে; যারা তাদের নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করে তাদেরকে তারা আক্রমণ করতে উদ্যত হয় ; তুমি বলঃ তবে কি আমি তোমাদেরকে এটা অপেক্ষা মন্দ কিছুর সংবাদ দিবো? এটা আগুন; এ বিষয়ে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কাফিরদেরকে এবং এটা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মু;মিনুন

৭) আগুন দগ্ধ করতে থাকবে তাদের চেহারা এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারা নিয়ে।

সুরা ২৩ আল মু'মিনুন, আয়াতঃ ১০৪

تَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

অগ্নি তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তথায় থাকবে বীভৎস চেহারায়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন্ নূর

৮) তোমরা পৃথিবীতে কাফিরদের কখনো প্রবল পরাক্রমশালী মনে করো না । তাদের আশ্রয় তো হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ২৪ আন্ নূর , আয়াতঃ ৫৭

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ وَ

لَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾

তুমি কাফিরদেরকে পৃথিবীতে প্রবল মনে করো না; তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম; কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন্ নামল

৯) আর যে মন্দ কাজ নিয়ে আসবে তাকে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ২৭ আন্ নামল, আয়াতঃ ৯০

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ۖ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا

مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

আর যে অসৎকর্ম নিয়ে আসবে , তাকে অধোমুখে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে, তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কাসাস

১০) আমি তাদের (ফেরাউন ও তার অনুসারীদের) বানিয়ে দিয়েছিলাম জাহান্নামের আগুনের দিকে আহ্বান করার ইমাম।

সুরা ২৮ আল কাসাস, আয়াতঃ ৪১

وَ جَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا

يُنْصَرُوْنَ ﴿٤١﴾

তাদেরকে আমি নেতা করেছিলাম; তারা লোকদেরকে জাহান্নামের দিকে আহ্বান করতো ; কিয়ামতের দিন তাদেরকে সাহায্য করা হবে না;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আনকাবুত

১১)(ইবরাহীম তার কওমকে বলেছিল) তোমাদের আবাস হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ ২৪, ২৫

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ

اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾

ইবরাহীম(আঃ)- এর সম্প্রদায়ের শুধু এই কথা বলা ছাড়া আর কোন উত্তর ছিলো না যে, তাকে হত্যা কর অথবা অগ্নিদগ্ধ কর; কিন্তু আল্লাহ তাকে অগ্নি হতে উদ্ধার করলেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্যে।

وَ قَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا ۙ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّ يَلْعَنُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۫ وَّ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ وَ مَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿۲۵﴾

এবং তিনি (ইবরাহীম(আঃ))বললেনঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলোকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছো, পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; পরে কিয়ামতের দিন তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আস সাজদা

১২) আর যারা ফাসেকি (সীমালঙ্ঘন ও পাপাচার) করে তাদের আবাস হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৩২ আস সাজদা, আয়াতঃ ২০

وَ اَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ؕ كُلَّمَاۤ اَرَادُوْۤا اَنْ يَّخْرُجُوْا
مِنْهَاۤ اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ
كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾

পক্ষান্তরে যারা পাপাচার করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম; যখনই তারা জাহান্নাম হতে বের হতে চাইবে তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে তাতে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ যে অগ্নির শাস্তিকে তোমরা মিথ্যা বলতে তা আস্বাদন কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আহযাব

১৩)যেদিন তাদের মুখমন্ডল আগুনে ওলট পালট করা হবে ; সেদিন তারা বলবেঃ হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং রাসুলকে মেনে নিতাম।

সুরা ৩৩ আল আহযাব, আয়াতঃ৬৬

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ

أَطَعْنَا الرَّسُولَا ﴿٦٦﴾

যেদিন তাদের মুখমন্ডল অগ্নিতে উলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবেঃ হায়! আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসুল(সঃ)কে মানতাম!

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সাবা

১৪)আমি যালিমদের বলবোঃ আগুনের আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর, যে আযাবকে তোমরা অস্বীকার করতে ।

সুরা ৩৪ সাবা, আয়াতঃ ৪২

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ

ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾

আজ তোমাদের একে অন্যের উপকার কিংবা অপকার করার ক্ষমতা নেই। যারা জুলুম করেছিলো তাদেরকে বলবোঃ তোমরা যে অগ্নি -শাস্তি অস্বীকার করতে তা আস্বাদন কর।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফাতির

১৫)আর যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ৩৬

وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَ لَا
يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾

কিন্তু যারা কুফুরী করে তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের আগুন। তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে শাস্তি দিয়ে থাকি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা সোয়াদ

১৬) সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ২৭

وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ الْاَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ؕ ذٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

আমি আকাশ ও পৃথিবী ও এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত কোনকিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তা-ই, সুতরাং কাফিরদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।

১৭) তারা তো জাহান্নামের আগুনেই দগ্ধ হবে।

সুর ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ৫৯

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۖ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُو النَّارِ ﴿٥٩﴾

এ তো এক বাহিনী ,তোমাদের সাথে (জাহান্নামে) প্রবেশকারী। তাদের জন্যে নেই অভিনন্দন, তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে।

১৮)তারা বলবেঃ আমাদের প্রভু! যে আমাদেরকে এর(জাহান্নামের)সম্মুখীন করেছে, তাকে আগুনের শাস্তি দ্বিগুন বাড়িয়ে দাও।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৬১

قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾

তারা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের জন্য পেশ করেছে জাহান্নামে তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!

১৯) এতো নিশ্চিত ব্যপার, জাহান্নামের আগুন বাসীদের মধ্যে এই বাক বিতন্ডা হবে।

সুরা ৩৮ সোয়াদ, আয়াতঃ ৬৪

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

এটা নিশ্চিত সত্য জাহান্নামীদের এই বাদ-প্রতিবাদ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা যুমার

২০) বলো,কুফুরী নিয়ে জীবনটাকে ক'টা দিন ভোগ করো। জেনে রাখ তুমি জাহান্নামের অধিবাসী।

সুরা ৩৯ যুমার, আয়াতঃ ৮

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهٗ مُنِيْبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهٗ

نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوْا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ لِلّٰهِ

اَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيْلًا ۖ اِنَّكَ مِنْ

اَصْحٰبِ النَّارِ ۝٨

মানুষকে যখন দুঃখ দৈন্য-স্পর্শ করে তখন সে একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন (তিনি) তার প্রতি তাঁর পক্ষ হতে অনুগ্রহ করেন তখন সে ভূলে যায় পূর্বে যার জন্য সে ডেকেছিলো তাকে এবং সে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় , অপরকে তার পথ হতে বিভ্রান্ত করবার জন্যে। বলঃ কুফরীর(জীবন) অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও । বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম।

২১) তাদের জন্যে থাকবে তাদের উপরে আগুনের আচ্ছাদন এবং নীচেও আগুনের বিছানা।

সুরা ৩৯ যুমার, আয়াতঃ১৬

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ؕ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ

اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ؕ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝١٦

তাদের জন্যে থাকবে তাদের উর্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং তাদের নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন এতদ্বারা আল্লাহ তার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দারা তোমরা আমাকে ভয় কর।

২২) ঐ ব্যক্তিকে রক্ষা করবে কে, যার জন্যে আযাবের আদেশ অবধারিত হয়ে গেছে? তুমি কি সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে পারবে যে রয়েছে জাহান্নামের আগুনে?

সুরা ৩৯ যুমার, আয়াতঃ ১৯

যার উপর দন্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে, তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে, যে জাহান্নামে আছে?

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, জাহান্নামের আগুন অত্যন্ত ভয়াবহ । আসুন আমরা ঐ আগুনকে ভয় করি এবং দুনিয়ায় আল্লাহর ইবাদত ও আ'মলে সালেহ করি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন মেহেরবানী করে আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....